প্রবোধকুমার সান্যাল স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান

অশোককুমার রায়

সৎ সাহিত্য জীবনরসে সমৃদ্ধ। যে সাহিত্য কৃত্রিম ভাবধারায় পুষ্ট, তা সাহিত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে না। আর কোনটা কৃত্রিম বা অকৃত্রিম, তা ধরা পড়ে রচনার মধ্যেই। শিল্প-সাহিত্যে চতুরতার স্থান নেই, সেই কারণে সাহিত্য চিরদিনই দুঃসাহসের যাত্রী। বন্ধুর পথকে জয় করতে পারতেই তার উল্লাস। তাই অহরহই চলছে তার ভাঙা - গড়ার খেলা। আর এই ভাঙা গড়ার মাঝেই যে লেখক দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে পারবেন, তিনিই হলেন সার্থক লেখক। সাহিত্যের সত্য অবিচল হতে যেমন পারে না, তেমনি অচঞ্চল হতেও পারে না। কারণ সাহিত্যের সত্য হচ্ছে জীবনেরই সত্য। যে জীবন প্রতিমুহূর্তে নব নব সত্য উদ্‌ঘাটনে দুর্বার, নব নব মূল্যবোধে উচ্চকিত, নব নব উপলব্ধিতে মহান, সেই চলমান জীবন কখনই দেশ, মাটি, মানুষ, পরিবেশ ও বর্তমানকে অস্বীকার করতে পারে না। সাহিত্যের উপায় নেই দেশ, মাটি, মানুষ ও যুগ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করবার। গুঁড়োচ্ছে, মোচড়াচ্ছে, দোমড়াচ্ছে, আর অবশেষে বিস্তৃতএকটা চেহারায় টেনে আনছে; যে মানুষকে তার সব অপরিতৃপ্ত বাসনা, সমস্ত অপূর্ণ ইচ্ছা, প্রতি পদে দীর্ণ - বিদীর্ণ, খণ্ড- বিখণ্ড করছে,আর যে মানুষ এই খণ্ড দীর্ণ রক্তমাংসের অতীতে অবস্থিত এক অমৃত পিপাসু আত্মা অনুক্ষণ জর্জরিত বেদনায় আর্তনাদ করছে।

প্রবোধকুমার সান্যালের রচনায় আমরা খুঁজে পাই এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রার প্রতিচ্ছবি। এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রি একজন লেখকের পক্ষে কি করে সম্ভবপর হতে পারে? সম্ভবপর হয় রচনায় জীবনের রস ও আনন্দ আছে বলেই। যা' আনন্দ দেয় তাইই সাহিত্য। সাহিত্য শুধু জীবনের আলোর দিক নিয়েই রচিত হয় না; জীবনের ব্যর্থতার তথা অন্ধকার দিকটিও প্রকাশ করে। প্রকৃত সাহিত্যিকের দৃষ্টি জীবনের এই দুই প্রান্তে সমভাবে প্রযুক্ত। প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর রচনায় এই দুটি দিককেই সহ ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখায় সমসাময়িক কালের যে প্রতিরূপ, সেটা তাঁর সমকালীন চিন্তারই প্রতিফলন। তাঁর চারপাশের সমাজ ও তাঁর মানুষ তাঁর চিন্তায় এমনভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে যে, সেখানে অন্ধকারের মধ্যে আলোরই অন্বেষা চলছে। যে সমাজে মানুষ এতকাল করে এসেছে, সেই সময়ে গণ্ডিবদ্ধতা থেকে মানুষ ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে এসেছে কেমন করে মুক্তির দিকে তারই ছবি এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসে - ছোটগল্পে - ভ্রমণসাহিত্যের অনেক চরিত্রে। কিন্তু তবুও মানুষ সেই অচলায়তন থেকে বেরিয়ে আসতে কি পেরেছে?

তাই দেখা যায় কল্লোল সাহিত্যগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েও কল্লোলের কলতানে কণ্ঠ মেলাননি পুরোপুরি। স্ব-বৈশিষ্ট্যে - স্বাতন্ত্র্যে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই প্রবোধকুমার সান্যাল বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবেই ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। যদিও 'কল্লোল' পত্রিকাতেই তিনি লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ক্রমে কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম রূপে পরিচিত হন তবু মাঝে মাঝে তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়েছে একটা উদাসীন চলতি হাওয়ার বেগ। তাঁর অসাধারণ বাক্‌ভঙ্গি প্রাণধর্ম, বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বৈচিত্রময় চরিত্র সৃষ্টি বাংলা উপন্যাস - গল্পে এমনকি ভ্রমণকাহিনীতেও সম্ভব কিনা এ নিয়ে তিনি যে সবপরীক্ষা করেছেন, তা'তে তিনি নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধকুমারের সাহিত্য সম্পর্কে বলেচেন, 'অনেক অজানাকে তিনি জেনেছেন, দেখেছেন। বাংলার গল্প নয়, বাঙালীর কাহিনী নয়, বৈচিত্র্য এবং বিস্ময় মনকে অভিভূত করে দেয়, তার সঙ্গে লেখার মাধুর্য।''

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ সত্ত্বেও রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তি প্রয়াসী তণ প্রবোধকুমার সান্যাল রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্য দিয়েই অগ্রসর' হয়েছিলন। তাণ্যের উচ্ছ্বাস ও চাঞ্চল্য, বিদ্রোহ ও স্বপ্নদর্শন প্রবণতা ছিল তাঁর রচনায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভাঙন ও বিপর্যয়ের মধ্যে পথ কেটে এগিয়ে চলাই ছিল সেই সময়ের লেখকদের লক্ষ্য। যুগের অবিশ্বাস ও অস্থিরতা তাই প্রবোধকুমারের মানসপ্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল নিঃসন্দেহে। সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন গভীর জীবনবোধ। তাই সস্তা জনপ্রিয়তা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। নিজেও চেয়েছেন লাইম লাইটের চোখ ধাঁধানো আলোর

বাইরে থাকতে।

১৯৫০ সালের ৭ই জুলাই (বাংলা ১৩১২ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ়) কলকাতায় প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম হয়। পিতা রাজেন্দ্রনাথ ও মাতা বিধুরী দেবী। পিতা - মাতার কনিষ্ঠ সন্তান প্রবোধকুমারের যখন মাত তিন মাস বয়স তখন তাঁর পিত ার মৃত্যু হয়। পারিবারিক সেই বিপর্যয়ের মাতুলালয়ে তাঁরা আশ্রয় না। মাতুলালয়ে মাতামহীর একান্নবর্তী সংসারে অর্থকষ্ট ও সাংসারিক নিপায়তার মধ্যেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। হয়তো সেজন্যই নিম্নবিত্ত সংসারে নিখুঁত ছবি তাঁরা সা হিত্যে এত স্পষ্ট ও মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। এত কষ্টের ও সাংসারিক নিপায়তার মধ্যেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। হয়তো সেজন্যই নিম্নবিত্ত সংসারের নিখুঁত ছবি তাঁর সাহিত্যে এত স্পষ্ট ও মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। এত কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েও এক নতুন ধরণের সাহিত্যে সৃষ্টির প্রেরণা, বোহেমিয়ান তাণ্যের আহ্বান এবং সর্বোপরি সেযুগে দুর্গম হিমালয়, বৃহত্তর ভারত এবং বহির্ভারত ভ্রমণের আকর্ষণ তাঁকে সমকালীন আর সব সাহিত্যিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার সা হিত্যিক করে তুলেছিল।

শৈশবে উত্তর কলকাতার চালতাবাগানে করেদের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে স্কটিশচার্চ স্কুলে ও সিটিকলেজে উচচশিক্ষা গ্রহণ করেন। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিতের মৃত্যুতে অভিভূত হয়ে একটি কবিতায় শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে লেখেন যা স্কুলের হাতে লেখা পত্রিকা 'বাণী'তে প্রকাশিত হলে শিক্ষকবৃন্দের প্রশংসা লাভ করেন। ষোল বছর বয়সে ছাপার হরফে প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় 'শঙ্খ' পত্রিকায় ১৯২১ সালে। যদিও এই প্রথম ছাপা লেখাটি ছিল প্রবন্ধ তবে অচিরেই সার্থক ছোটগল্পের লেখক রূপে সোনার বাংলা, কল্লোল, মজলিস প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা প্রকাশ পায়। ছেলেবেলা থেকেই সুদূরের স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বভাবেও ছিল নিদ্দেশ যাত্রার নেশা। পাঁচ বছর বয়সে প্রথম তিনি ভাগলপুরের পথে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন --- পরে পুলিশের হেফাজতে বাড়ি পৌঁছন। তারপর ছে াটবড় অনেকবার নিদ্দেশ। পরিণত বয়সে রচিত 'জনকল্লোলে'র মধ্যে ব্রহ্মদেশ যাত্রার কাহিনী পড়লে বোঝা যায় ভ্রমনস্ বপ্নের কী অস্থিরতা তাঁকে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়েছে।

কল্লোল গোষ্ঠীর সেদিনের তণ লেখকদের অনেকেই বোহেমিয় জীবন গ্রহণ করেছিলেন সাময়িকভাবে। কিন্তু তাঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত ফিরে গিয়েছেন শিকড়ের টানে প্রথাবদ্ধ জীবনে। প্রবোধকুমার পরিবার জীবনে সুখী, তৃপ্ত ও একান্তভ াবে দায়িত্ববান হয়েও অন্তরের তাগিদেই ঘুরে বেড়িয়েছেন পথের কষ্ট অগ্রাহ্য করে বলা যায় আমৃত্যু দেশ থেকে দেশ ান্তরে। দেশ বিদেশে যেমন তিনি ঘুরেছেন, গ্রামে গ্রামান্তরেও তাঁর ঘোরাঘুরি ছিল। তাঁর বিশাল সাহিত্য সৃষ্টিতে জীবনব্য াপী এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র মত বাংলা সাহিত্যে সব অদ্বিতীয় ভ্রমণ গ্রন্থের জন্ম দেয় তেমনি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসেও এনেদেয় বিশাল ভূগোলের পটভূমিকায় প্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য, স্ বদেশপ্রীতি, জীবনসংগ্রাম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে মানবসম্পর্কের বিচিত্র, তির্যক, জটিল, কখনো নিষ্ঠুর, এমনকি টানা - পোড়েনের অজস্র কাহিনী যা প্রবোধ - সাহিত্যে একাধারে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য। কল্লোল পত্রিকায় তাঁর সা হিত্য জীবনের প্রথম গল্প 'মার্জনা' প্রকাশিত হয় (জানুয়ারি, ১৯২৩)। এরপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি, পরবর্তী বছরগুলির সাহিত্যকর্মই তার প্রমাণ দেয়। 'কল্লোলের প্রথম বর্ষ (বৈশাখ, ১৩৩০) থেকে শেষ বর্ষ (শেষ সংখ্যা পৌষ,১৯৩৬) পর্যন্ত যখন সুযোগ পেয়েছেন লিখে গেছেন, এমন একজন লেখক হচ্ছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। তিনি ম ানুষের খোলা শরীর ও মনের গল্পকার; ঘোলা আবর্ত ও স্বচ্ছ জলে উভয়ক্ষেত্রেই অবলীলাত্রমে অবগাহন করার সাহস নিয়ে কল্লোলে তাঁর আবির্ভাব। যে আগুন নিয়ে খেলেছেন কল্লোলের অনেক গল্পকার সেই আগুন নিয়েও ইনি খেলেছেন।'

বৈচিত্র্যের সাধক কথাশিল্পী প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর ৬০ বছরের সাহিত্যজীবনে (১৯২৩ - ১৯৮৩) রচনা করেছেন ৩০টি গল্পগ্রন্থে শতাধিক গল্প, শতাধিক উপন্যাস, ২০টি ভ্রমণকাহিনী, ২টি স্মৃতিকথা ও ১টি অনুবাদ গ্রন্থ, ২০টি ছে াটদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি গ্রন্থ। ভারতীয় ভাষা ছাড়া বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে (যেমন জার্মান ভাষায় একাধিক গ্রন্থ) তাঁর বহুরচনা। তাঁর গল্প - উপন্যাস নিয়ে বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে ১৭টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি জীবনের শু থেকেই প্রবোধকুমারের পর্যটনের শু। দেশ ভ্রমণ শু করেন মায়ের সঙ্গে প্রথম হিমালয় য

াত্রার মধ্যে দিয়ে (নভেম্বর, ১৯২৩) তার পর বন্ধু রবির সঙ্গে ব্রহ্মদেশ যাত্রা (জুন, ১৯২৪)। ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে ম াছের ব্যবসাও ট্রেনে পত্রিকা ফিরি করেছেন। চাকরি করতে গিয়েছেন কখনো বরাহনগর জুট মিলে আবার কখনো বা সরকারি চাকরি শ্রীরামপুর পোষ্ট অফিসে। এর মধ্যেই পথের টানে বেরিয়ে পড়েছেন দেশভ্রমণে। ফল অবশ্যম্ভাবী চাকরি ছ াড়তে হয়েছে। এমনিভাবে চাকরি ছেড়েছেন করেছেন কত যায়গায়, তার হিসাবও তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থগুলিতে যেমন সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে না, (কিছু উল্লেখ আছে মাত্র) তেমনি কি ই বা হবে সেই বিড়ম্বনার ইতিহাস জেনে। তবে সেই সব স্ব ল্পকালীন চাকরির কিছু কিছু পরিবেশ - অভিজ্ঞতার খণ্ড চিত্র অবশ্যই আমরা দেখতে পাই তাঁর গল্পে - উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভ াবে। বেনারসের ইন্ডিয়া প্রেসে কাজ করার সময় কাশীর বাঙালী অধ্যুষিত - অঞ্চলের অনেক কথা টুকরো টুকরো ভাবে যেমন তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায় তেমনিই ১৯২৭ - ১৯২৮ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে কাজের সূত্রে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের (পাঞ্জাব ও কাশ্মীর) খুঁটিনাটি বিবরণ সহ এলাকার প্রাকৃতিক বর্ণনাও পাওয়া যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'যাযাবর' - এ।

আজীবন রবীন্দ্র অনুরাগী প্রবোধকুমার মাধুরী দেবী ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রবন্ধ লিখে, পদক লাভ করেন (১৯২৮)। তাঁর নিশিপদ্ম ও কলরব (উপন্যাস) গ্রন্থ দুটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান অভিমতকে তিনি তাঁর সা হিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠপুরস্কার বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচন পত্রটি পরিচয় পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে কেদার - বদ্রী ভ্রমণে যান। যাত্রাপথেই লিখতে শু করেন তাঁর বিখ্য াত ভ্রমণোপন্যাস 'মহাপ্রস্থানের পথে' যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় আগষ্ট ১৯৩৩। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধকুমারকে 'মহাপ্রস্থানের পথে' পড়ে যে অভিনন্দন পত্রটি পাঠান সেটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় পৌষ, ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩-১৯৩৬ নানা পথে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন।

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত 'যুগান্তর' পত্রিকার সাময়িকী (সাহিত্য) বিভাগের সম্প াদকতা করেন। এই সময়েই মাতৃদেবী বিশ্বেরী দেবীর জীবনাবসান হয় ১৯৩৭ সালের ১৮ই নভেম্বর। যুগান্তরে থাকাক ালীনই আর একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হল ১৯৪০ সালের ১৬ই জানুয়ারী তিনি জয়ন্তীদেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। 'ভবঘুরে' মানুষটি ঘরে বাঁধা পড়লেন, পাঁচটি সন্তানকে সুশিক্ষিত করলেন, ৬ নম্বর বালীগঞ্জ টেরাসে নিজস্ব ব াসভবন নির্মাণ করলেন। তাঁর পাবিবারিক গ্রন্থও চিত্র সংগ্রহটিও বিশেষ মূল্যবান। নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি চাকরির বৃত্তে না থেকেও সাংসারিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে যেমন অবিশ্রান্ত লিখে গেছেন তেমনি আমৃত্যু পর্যটন করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র, উত্তর মে অঞ্চলসহ ইয়োরোপের সর্বত্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা, মেক্সিকো প্রভৃতি দূরদূর ান্তে। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর এইসব ভ্রমণকথা তিনি লিখে গেছেন তাঁর ২০টি ভ্রমণ গ্রন্থে। আমার জীবন আমার ভ্রমণ (দেশ সাহিত্য সংখ্যায় বৈশাখ, ১৩৯০) প্রকাশিত) ও পর্যটকের পত্রে (দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন হয়ে আছে। তাঁর জীবনকথার শুতে যেমন আসে ভ্রমণের কথা শেষেও এক মর্মান্তিক ভ্রমণ। ১৯৭৯ সালের ১৩ই অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের কোরাপুটের বান্দা পাহাড়ে ভ্রমণে গিয়ে জীপ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ছ'মাস শয্যাশায়ী থেকে ৭৮ বছর বয়সে ভোর ছ'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এই মহান পর্যটক - সা হিত্যিকের জীবনাবসান হয়।

স্বল্প পরিসরের এই মহান কথাশিল্পীর বিরাট সৃষ্টির আলোচনা অসম্ভব। তাঁর সৃষ্টিরাজির পাতায় - পাতায় ছড়িয়ে আছে অতিভাষণহীন সূক্ষ্ম অনন্য রচনাশৈলীতে জীবনের আশর্চ্য প্রতিফলন। সমসাময়িক সকলের চেয়ে এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য, প্র াসঙ্গিকতাও। তিনি শুধু জীবনে আগ্রহী ছিলেন না জীবনের রসসম্পদে আগ্রহী, জীবনের রঙ্গ রসে আগ্রহী এবং জীবনের গভীরতম জিজ্ঞাসায় প্রবুদ্ধ একজন লেখক। আর এই রসচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অদ্ভুত রকমের শিল্পকৃতিত্ব বা কল াকৃতিত্ব। এমন সযত্ন শিল্পকর্ম তাঁর সমকালীন কোন সাহিত্যিকের মধ্যে বিশেষ পেয়েছি বলে মনে হয় না। অন্তত তৎকালীন কোন ঔপন্যাসিক - গল্পকার তাঁর মত এমন যত্নশীল লেখক ছিলেন না, এমন সযত্ন দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখতে পারেননি। জীবনের গভীর দ্রষ্টা ও গভীর স্রষ্টা হিসেবে এমন এক স্থানে তিনি পৌঁছেছেন যেখানে তথাকথিত জনপ্রিয় সাহিত্যিকের অনেকাংশেই পৌঁছতে পারেন নি, এখানেই তিনি সার্থক।

প্রবোধকুমারের সুবিশাল সাহিত্য সৃষ্টির সন্ধান করতে হবে সমকালীন সাময়িক পত্রিকায় পৃষ্ঠায়। সেই রচনাসম্ভার থেকেই পরবর্তীকালে লেখক প্রদত্ত বিভিন্ন নামে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়, যা'র আনুমানিক সংখ্যা লেখকপুত্রের মতে ১৫০ বা তার কাছাকাছি হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রস্তুতির প্রয়াস করেছি আমরা যা' আগ্রহী পাঠকের প্রয়োজনে লাগবে বলে মনে হয়। এই ধরণের প্রতিভা সব সময়েই নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় এবং দাবী করে আরো সময় অথবাসমষ্টিগত মনোযোগ। আশাকরি পাঠকেরা এটিকে আরও কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া সাপেক্ষে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবেন। নিম্নে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির নাম দেওযা হল। অগ্নিকন্যা, অরণ্য পথ, অগ্নিসাক্ষী, অগ্রগামী, অঙ্গার, অবিকল, আগ্নেয় গিরি, আদি ও অকৃত্রিম, আমীরি, আলো আর আগুন, আলোছায়াময়, আঁকাবাঁকা, ইস্পাতের ফলা, ইতস্ততঃ, উত্তরকাল, উত্তর হিমালয় চরিত, এই যুদ্ধ, এক চামচ গঙ্গা, এক বাণ্ডিল কথা, ওপারের দূত, কলরব, কল্পান্ত, কয়েকঘন্টা মাত্র, কাজললতা, কাদামাটির দুর্গ, কাঁচ কাটা হীরে, কন্যা রূপম, গল্প সমগ্র, গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী, ঘুমভাঙার রাত, চিত্রবিচিত্র, চেনা আর জানা, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে, জনম জনম হম, জলকল্লোল, জন্মে মীন রাশি, জয়ন্ত, জহুরীর জহর, জীবন্ত মৃত্যু, জায়ু, জনতা, ঝড়ের সঙ্কেত, তরঙ্গ, তণী সঙঘ, তুচ্ছ, তিন কন্যা, তের নম্বর বস্তি, দিবা স্বপ্ন, দুই আর দু'য়ে চার, দুই পাখী, দুরাশার ডাক, দেহ নয় মন, দেশ - দেশান্তর, দেবতাত্মা হিমালয়,দক্ষিণ ভারতের আঙিনায়, দেবী মাহাত্ম্য, দুর্গমের ডাক, নদ ও নদী, নওরঙ্গী নগরে অনেক রাত, নববোধন, নবমালঞ্চ নবীন যুবক নিত্যপথের পথী, নিশিপদ্ম, নীচের তলায়, নূতন নূতন দেশে, পর্যটকের পত্র, পায়ের দাগ, পঞ্চতীর্থ, পাঞ্জাব সীমান্তের পথে, পরিব্রাজকের ডায়েরী, পায়ে হাঁটা পথে, পিয়ামুখ চন্দা, পুষ্পধনু, প্রিয়বান্ধবী, প্রমীলার সংসার, প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃথিবী ছড়িয়ে, প্রবোধকুমার সান্যালের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী (১ম - ৫ম খণ্ড), বনহংসী, বনস্পতির বৈঠক, বরপক্ষ,বীরবলের রসভঙ্গ, বন্দী বিহঙ্গ, বসন্ত বাহার,বিবাগী ভ্রমর, বেলোয়ারী, বিচিত্র ও দেশ, ভাসন, ভ্রমণ ও কাহিনী, ভারত পথের যাত্রী, মধু চাঁদের মাস, মনে রেখো, মহাপ্রস্থানের পথে, যাযাবর, যত দূর যাই, রঙীন রূপকথা, রঙীন সূতো, রাশিয়ার ডায়েরী, রত্নদীপ শ্রীলঙ্কা, রূপে রঙে রসে, লাল রঙ, লগ্ন শুভ, শ্রেষ্ঠগল্প, স্যামলীর স্বপ্ন, শুকনো পাতা, সত্যি বলছি, সিন্দুরের টিপ, সরল রেখা, সাধ আাদ, সায়াহ্ন, স্ফুলিঙ্গ, স্বর্গের এক বাসিন্দা স্বাগতম, হাসুবানু।